



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, নবম সংখ্যা, শুক্রবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ১৭, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ৪



হড়পা বান ও তুষার ধস মোকাবিলায় নামছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: নেপালের হড়পা বানে ইতিমধ্যেই বহু প্রাণহানি ঘটেছে। হিমবাহের হঠাৎ বিস্ফোরণের অভিঘাত সামলে উঠতে রীতিমতো বেগ পেতে হবে নেপালকে-এমনটাই অভিমত, পরিবেশবিদদের। এই পরিস্থিতির অভিঘাত, ভারতকেও ধ্বস্ত করতে পারে বলেই মনে করছেন, ভূ-বিদদের একাংশ। কারণ, নেপালের নদীগুলি, এসে মিশেছে ভারতের নদীগুলির সঙ্গেই। ফলে আকস্মিক দুর্ঘটনার অভিঘাত সামাল দিতে উঠে পড়ে লেগেছে নয়াদিল্লি। হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণজনিত হড়পা বান (জিএলওএফ) এবং তুষারধসের ঝুঁকি মোকাবিলায় হিমালয়-সংলগ্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রস্তুতি পর্যালোচনা করল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যসচিব ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে হিমালয় অঞ্চলে জিএলওএফ-এর ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ঝুঁকিপূর্ণ হিমবাহ হ্রদ ও তুষারচ্ছন্ন এলাকার নিয়মিত নজরদারি, উচ্চঝুঁকির এলাকা ও সম্ভাব্য জলপ্রবাহের পথ চিহ্নিতকরণ, দ্রুত আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতির ওপর। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি নিজেদের প্রস্তুতি ও ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা বৈঠকে তুলে ধরে। ঝুঁকিপূর্ণ হিমবাহ হ্রদ পর্যবেক্ষণ, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা,

স্থানীয় স্তরে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া, সম্ভাব্য জলপ্রবাহের পথের পরিকল্পনা, স্থানীয় মানুষের প্রস্তুতি এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উদ্ধারকারী সংস্থান মোতায়েনের মতো পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব ঝুঁকিপূর্ণ হিমবাহ হ্রদ এবং তুষারধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন ও আগাম নজরদারি চালানোর ওপর জোর দেন। বিশেষ করে ঝুঁকি বাড়ার সময় সতর্কতা আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে সতর্কবার্তা পাওয়ার পর দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়। বৈঠকে বলা হয়েছে, জিএলওএফ ও তুষারধস মোকাবিলার প্রস্তুতি শুধু বিপর্যয় ঘটার পর উদ্ধারকাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। ঝুঁকি-ভিত্তিক পরিকল্পনা, আগাম বিপর্যয় প্রশমন এবং স্থানীয় স্তরে জনসচেতনতা ও প্রস্তুতিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নিয়মিত নিজেদের প্রস্তুতি পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে আগাম সতর্কতা ও উচ্ছেদ ব্যবস্থার ঘাটতি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত জিএলওএফ প্রশমন প্রকল্পগুলির অগ্রগতিও দ্রুত করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। বৈঠকের শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে নিয়মিত ঝুঁকি-সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান, আন্তঃসংস্থা সমন্বয় আরও শক্তিশালী করা এবং আগাম সতর্কতা ও বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থা উন্নত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং সন্ত্রাসবাদ রুখতে দ্বিপাক্ষিকতায় জোর

নয়াদিল্লি: ভারত ও বেলজিয়াম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ও গভীর করার লক্ষ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, জ্বালানি, শিক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে রয়েছেন বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বাট দ্য ওয়েভার। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষা ও বিদেশি বাণিজ্যমন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেন এবং উচ্চপর্যায়ের সরকারি ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল। প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। দুই নেতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্ল্যান্ডার্স ফিল্ডসে ৯ হাজারেরও বেশি ভারতীয় সেনার আত্মত্যাগের কথাও স্মরণ করেন। ২০২৭ সালে ভারত-বেলজিয়াম কূটনৈতিক সম্পর্কের ৮০ বছর পূর্ণ হবে। দুই দেশ আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। জীবনবিজ্ঞান, ওষুধ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শক্তি, প্রতিরক্ষা, বিমান ও মহাকাশ, পরিবহণ, বন্দর, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, রাসায়নিক, উন্নত উপকরণ, উৎপাদন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা চিহ্নিত করা

হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার এবং পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা সফলভাবে শেষ হওয়াকে দুই নেতা ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন। পাশাপাশি বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি এবং ভৌগোলিক নির্দেশক

হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও ভারতকে পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছে বেলজিয়াম। পাহেলগাঁওয়ে ২০২৫ সালের সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করে দুই দেশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, তাদের নিরাপদ আশ্রয়, অর্থায়ন ও নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের পক্ষে সওয়াল করেছে। ভবিষ্যতে ভারত-বেলজিয়াম যৌথ সন্ত্রাসদমন কর্মগোষ্ঠী গঠনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে। সবুজ জ্বালানি ক্ষেত্রে নবীকরণযোগ্য শক্তি সহযোগিতার পুনরীকৃত সমঝোতাপত্রও স্বাগত জানিয়েছে দুই দেশ। এর আওতায় গ্রিন হাইড্রোজেন, সৌরশক্তি, শক্তি সঞ্চয়, অফশোর বায়ুশক্তি, বায়ো-এনার্জি ও পাম্পড স্টোরেজের মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এদিকে সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্টার্টআপ ক্ষেত্রেও অংশীদারত্ব জোরদারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রে বেলজিয়ামের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে ক্যাম্পাস খোলার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। একইসঙ্গে দক্ষ পেশাদার, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের চলাচল সহজ করতে ভিসা পরিষেবা সম্প্রসারণের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।



অর্ধসত্যের প্রচারে কংগ্রেস

এনসিআরবি রিপোর্টে মিলেছে অপরাধ কমার তথ্য

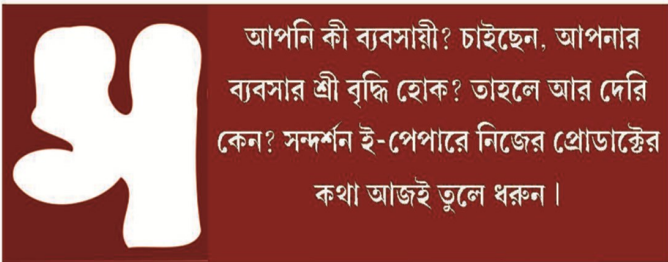
শিবাজী লাহিড়ী

কলকাতা: ২০২৯ লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে, ইতিমধ্যেই বিজেপি বিরোধিতায় জোরকদম প্রস্তুতি শুরু করেছে কংগ্রেস। নারীসুরক্ষায় মোদি মডেলের বিরোধিতার পাশাপাশি, প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে অর্ধ তথ্য প্রচারের এই কৌশল নতুন নয়। বরং এই অর্ধ সত্য, তথ্য প্রচারকেই হাতিয়ার করে, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নিজদের প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে চাইছে-রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাজের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাণ্ডেল থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। সেই ছবিতে এনসিআরবি ২০২৪ সালের রিপোর্টের উল্লেখ করে প্রতি ঘণ্টায় নারী সম্পর্কিত অপরাধের খতিয়ান তুলে ধরে জাতীয় কংগ্রেস। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার নারী সুরক্ষায় ব্যর্থ- এই দাবিকে সামনে রাখা হয়। উল্লেখ্য পোস্টে জাতীয় কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়, দেশে প্রতি ঘণ্টায় ৫০টি নারী সম্পর্কিত অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। কিন্তু এই বিষয়ে এনসিআরবি'র রিপোর্টে কী উল্লেখ রয়েছে? ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা এনসিআরবির তরফে এবছর মে মাসে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বারেরবারে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা দেশজুড়ে লাগু হওয়ার পর থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে অপরাধের হার হ্রাস পেয়েছে। ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যেখানে দায়ের হওয়া অপরাধের সংখ্যা ছিল, ৬২.৪১ লক্ষ, সেখানে ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা

দাঁড়িয়েছে, ৫৮.৮৫ লক্ষে। পাশাপাশি, অপরাধ প্রবণতার হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় ২০২৩ সালে অপরাধ প্রবণতার হার যেখানে ছিল, ৪৪৮.৩, সেখানে ২০২৪ সালে সেই হার কমে দাঁড়িয়েছে, ৪১৮.৯-এ। তবে শিশুঘটিত অপরাধের প্রবণতা ২০২৩ সালের তুলনায় কিছুটা হলেও বেড়েছে। কংগ্রেস যে তথ্যের ভিত্তিতে নারীসুরক্ষা নিয়ে অর্ধ সত্য তথ্য ব্যবহারে রাজনৈতিক ফায়দা লোটোর চেষ্টা করছে, তা যে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, স্পষ্ট হয়েছে রিপোর্টে। রিপোর্ট অনুসারে ২০২৩ সালে যেখানে নারী সম্পর্কিত মোট অপরাধের সংখ্যা ছিল ৪.৪৮ লক্ষ, সেখানে ২০২৪ সালে সেই অপরাধের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে, ৪.৪১ লক্ষে। অর্থাৎ রিপোর্ট অনুসারে নারী সম্পর্কিত অপরাধের সংখ্যা কমেছে ৭ হাজারের আশেপাশে। নারী সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে গার্হ্যস্থ হিংসার ঘটনাই সবচেয়ে বেশি বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে যেখানে

নারী সম্পর্কিত অপরাধ ছিল প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় ৬৬.২, ২০২৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৪.৬-এ। এনসিআরবি'র এই রিপোর্ট- রাজ্যগুলির মধ্যে কংগ্রেস শাসিত তেলেঙ্গানাতেই সবচেয়ে বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে জানিয়েছে। নারী সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে তেলেঙ্গানায় সালিশী সভার মাধ্যমে মিটমাট করে নেওয়ার বিষয়টিও সামনে এসেছে। ৭৬৩০টি নারী সম্পর্কিত অপরাধ, সালিশী সভায় আপসের মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যটির অপরাধ প্রবণতার হার, প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ৫৬৮.৯। এর মধ্যে সাইবার ক্রাইম ঘটিত অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। সঙ্গে, চার্জশিট দাখিলের হারও জাতীয় গড়ের তুলনায় অত্যন্ত কম। কংগ্রেস শাসিত তেলেঙ্গানায় এই গড়, ৭৪.২ শতাংশের আশেপাশেই রয়েছে। পাশাপাশি যোগী শাসিত উত্তরপ্রদেশে অপরাধের হার ক্রমশঃ নিম্নমুখী হয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে বসবাস করলেও সামগ্রিক অপরাধের হারে রাজ্যের অবস্থান ১৮তম। রাজ্যে মোট ৪,৩০,৫৫২টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যেখানে সারা দেশে নথিভুক্ত মোট মামলার সংখ্যা ছিল ৩৫,৪৪,৬০৮। নির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রেও উত্তরপ্রদেশের অবস্থান তুলনামূলকভাবে নিচের দিকে। খুনের ঘটনায় ২৯তম, খুনের চেষ্টায় ২৬তম এবং মহিলাদের স্ত্রীলতাহানির ঘটনায় ২০তম স্থানে রয়েছে রাজ্যটি। চার্জশিট দাখিলের ক্ষেত্রেও উত্তরপ্রদেশের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় সামান্য বেশি। রাজ্যে চার্জশিট দাখিলের হার ৭৬.৭ শতাংশ

দ্বিতীয় পাতায়



Note No. 5/Sandarshan/Admin-26

Date: 26/06/2026

বিজ্ঞাপনের ধরণ	প্রতি সংখ্যা	মাসিক প্যাকেজ
১/৪ পৃষ্ঠা	₹৬০০	₹২,০০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি)
১/৮ পৃষ্ঠা	₹৩৭৫	₹১,২০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি)

বুকিং নীতি

- দৈনিক ট্যাবলারেড হওয়ার প্রতিটি সংখ্যার বিজ্ঞাপন স্লট সীমিত। কলে সর্বোচ্চ ১টি ১/৪ পৃষ্ঠা ও ১টি ১/৮ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে।
- বিজ্ঞাপন আসে বুকিং, আসে অগ্রাধিকার (First Come, First Served) ভিত্তিতে প্রকাশিত হবে।
- মাসিক প্যাকেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একদিন কিনায্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে।
- বিজ্ঞাপনের ৭৫% অর্থ অগ্রিম জমা দিতে হবে।
- স্লট বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ 6294512379 @ sandarshan.magazine@gmail.com-এ।

(কাশ্মীরা লাহিড়ী)

প্রকাশিত, সন্দর্শন ই-পেপারে

সম্পাদকীয়

নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ভয়াবহ হড়পা বান ও হিমবাহজনিত বিপর্যয় শুধু একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি হিমালয় অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং প্রতিবেশী দেশগুলির পারস্পরিক দায়বদ্ধতারও এক কঠিন পরীক্ষা। হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু, হাজার হাজার মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, ঘরবাড়ি ও পরিকাঠামোর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি—এই বিপর্যয় নেপালকে কার্যত এক মানবিক সংকটের সামনে দাঁড় করিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে বিপর্যয়ের একটি বড় অংশ চিন-নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং তিব্বতের হিমবাহ ও জলপ্রবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ায় বেজিংয়ের দায়িত্ব কেবল নিজের ভূখণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি সামলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সীমান্ত-পারাপারের নদী, হিমবাহ, হিমবাহ হ্রদ এবং আকস্মিক জলপ্রবাহ সম্পর্কে সময়মতো তথ্য বিনিময় নেপালের মতো ভাটির দেশের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই বিপর্যয়ের কয়েক মাস আগেই নেপাল ও চিনের আধিকারিকরা হিমবাহ, আবহাওয়া ও বন্যার ঝুঁকি নিয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। অথচ সেই ব্যবস্থাকে কতটা কার্যকর আগাম সতর্কতা ব্যবস্থায় রূপান্তর করা গিয়েছিল, তা এখন বড় প্রশ্ন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এমন বিপুল জলপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকলে শুধু বিপর্যয়ের পরে উদ্ধারদান পাঠানো যথেষ্ট নয়; বিপর্যয়ের আগে তথ্য পৌঁছে দেওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ জনবসতিকে সতর্ক করা এবং সম্ভাব্য জলপ্রবাহের পথ সম্পর্কে নেপালকে অবহিত করাই হওয়া উচিত ছিল অগ্রাধিকার। চিন অবশ্য বলছে, তারা

নেপালকে আবহাওয়া ও জলবিদ্যাগত তথ্য দিয়েছে, উদ্ধারদল পাঠিয়েছে এবং ৫০ টন ত্রাণসামগ্রী কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছে। চিনের জলসম্পদ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, তারা প্রতিদিন সম্ভাব্য বাধা-হ্রদ ও হিমবাহ হ্রদের পরিস্থিতি সম্পর্কে নেপালকে তথ্য দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সীমান্ত-পারাপারের নদীগুলির জলবিদ্যাগত তথ্য বিনিময়ের জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিন্তু এখানেই মূল প্রশ্ন—বিপর্যয়ের পরে সাহায্য কি বিপর্যয়ের আগে সতর্কতার বিকল্প হতে পারে? পারে না। চিনের পক্ষ থেকে উদ্ধারকাজ হয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। গিরিয়ং বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগকারী রাস্তা পুনরুদ্ধার করে চিন উদ্ধারকাজ আরও জোরদার করেছে; চিনা উদ্ধারকারী দলও কাজ করছে। এখানেই ‘নীরব দর্শক’-এর প্রশ্নটি অন্য অর্থ পায়। নীরবতা শুধু ত্রাণ না পাঠানোর নাম নয়। সময়মতো তথ্য না দেওয়া, সীমান্ত-পারাপারের বিপর্যয়-ঝুঁকি নিয়ে স্বচ্ছতা না থাকা এবং প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে পর্যাপ্ত তথ্য ভাগাভাগির স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকা—এসবও এক ধরনের নীরবতা। আর এই জায়গাতেই চিনের ভূমিকা নিয়ে কঠিন প্রশ্ন উঠতেই পারে। চিনের তিব্বত নীতি, হিমবাহ অঞ্চলে পরিকাঠামো নির্মাণ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিবেশগত পরিবর্তন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রবাহের দাবি রয়েছে। অবশ্য বর্তমান বন্যার জন্য চিনের কোনও নির্দিষ্ট বাঁধ বা প্রকল্পকে দায়ী করার মতো চূড়ান্ত প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি; চিনও এই ধরনের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই আবেগের বশে কারণ-ফল সম্পর্ক স্থাপন না করে প্রশ্ন তোলা উচিত তথ্যের স্বচ্ছতা ও আগাম সতর্কতার কার্যকারিতা নিয়ে। চিন কোনওভাবেই ঘটনার দায় বেড়ে ফেলতে পারে না।

এফটিএ’র সুবিধা নিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধিতে আহ্বান

নয়াদিল্লি: মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ-র সুবিধা আরও বেশি করে কাজে লাগিয়ে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিসর সম্প্রসারণে দেশজুড়ে বিশেষ উদ্যোগের আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। নয়াদিল্লিতে ‘লিভারিজিং এফটিএস—অ্যান আউটরিচ প্রোগ্রাম’ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি জেলা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, এমএসএমই, রফতানিকারক, স্টার্টআপ ও মহিলা উদ্যোক্তার কাছে এফটিএ-র সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে। গোয়েল জানান, বর্তমানে ভারতের ৯টি এফটিএ এমন অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত, যাদের সম্মিলিত জিডিপির পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ কোটি ডলার। এর ফলে বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাণিজ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাজার-প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে কানাডা, মেক্সিকো, চিলি, মার্কোসুর, সাকু, জিসিসি ও ইজরায়েলের সঙ্গে সম্ভাব্য নতুন চুক্তি এবং আসিয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে বাজার-প্রবেশ আরও গভীর করার উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ৭৫ শতাংশ বাণিজ্যে প্রতিযোগীদের তুলনায় কম শুল্ক প্রবেশের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে জানান তিনি। বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের প্রসঙ্গ তুলে গোয়েল বলেন, এতদিন বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের তুলনায় ভারতকে উন্নত বাজারে বেশি শুল্কের কারণে প্রতিযোগিতায় সমস্যায়ে পড়তে হয়েছে। এখন বিভিন্ন বাজারে ভারতের শুল্কহার প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় সুবিধাজনক হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ফলে এখন মূল চ্যালেঞ্জ হবে উৎপাদনের পরিসর, গুণমান, সময়ানুবর্তিতা, প্যাকেজিং এবং ক্রেতাদের আস্থা বজায় রাখা। চলতি অর্থবর্ষে ভারতের রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ কোটি ডলার করা হয়েছে। এপ্রিল থেকে জুলাই—প্রথম চার মাসে রফতানি প্রায় ৩১৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল প্রায় ২৮০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরে প্রায় ৩৬-৩৭ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি হয়েছে। মন্ত্রী জানান, ১৫ জুলাই থেকে ভারত-যুক্তরাজ্য এফটিএ কার্যকর হয়েছে।

মরিশাস, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চুক্তিও কার্যকর রয়েছে। ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা বা ইএফটিএ-র চুক্তি কার্যকর হওয়ার পথে এবং নিউজিল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও পরবর্তী পর্যায়ে বাণিজ্যিক সুবিধা কার্যকর হবে বলে জানান তিনি। এফটিএ-র সুবিধা যাতে বাস্তবে ক্ষুদ্র ও নতুন রফতানিকারকদের কাছে পৌঁছয়, তার জন্য জেলা ও রাজ্যস্তরে সহায়তা ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন গোয়েল। ই-কমার্সকে কাজে লাগিয়ে এমএসএমই ও প্রথমবারের রফতানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়ানোর কথাও তিনি বলেন। একইসঙ্গে রফতানি উন্নয়ন পরিষদ ও শিল্প সংগঠনগুলিকে স্থানীয় ভাষায় সহজবোধ্য তথ্য পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে ‘এক জেলা এক রফতানি কেন্দ্র’ উদ্যোগ এবং রফতানি উন্নয়ন মিশনের মাধ্যমে রফতানি ঋণ সহজ করা, নিয়মকানুন সরলীকরণ ও ডিজিটাল করা এবং এফটিএ-সংক্রান্ত নথিপত্র ও উৎপত্তির শংসাপত্র পেতে সরাসরি সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়েছে।

কেন্দ্রের লক্ষ্য, এফটিএ-র সুযোগকে জেলা ও শিল্পগুচ্ছ স্তরে পৌঁছে দিয়ে নতুন রফতানিকারক তৈরি করা এবং ক্ষুদ্র রফতানিকারকদের বৃহৎ রফতানিকারকে পরিণত করা। গোয়েলের বক্তব্য, এর মাধ্যমে দেশে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। অন্যদিকে, বস্ত্রবর্জ্য, স্ক্র্যাপ এবং ব্যবহৃত পোশাককে পুনর্ব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজিত পণ্যে পরিণত করে সরকারি ক্রয়ের আওতায় আনার উদ্যোগ নিল গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম) এবং টেক্সটাইলস কমিটি। এই লক্ষ্যে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন জিইএম এবং বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন টেক্সটাইলস কমিটির মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। মুম্বইয়ে টেক্সটাইলস কমিটির ৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এই অংশীদারত্ব আনুষ্ঠানিক রূপ পায়।

অর্থনৈতিক অবরোধ

বন্ধ তেল রপ্তানি, রিয়ালের রেকর্ড পতন- বাড়ছে চাপ

তেহরান: ইরানের তেল রফতানিতে অবরোধ এবং নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়ার পথ বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাপ দেশটির অর্থনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে বলে দাবি করেছেন ইরানের তিন শীর্ষ আধিকারিক। ছয় মাসের সংঘাতের পরও আলোচনায় কাঙ্ক্ষিত সমঝোতা না আসায় ওয়াশিংটন অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়িয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির পথ ইরানের জন্য ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সংঘাত নতুন করে তীব্র হওয়ার মধ্যে ইরানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। রিয়ালের দর গত এক বছরে প্রতি ডলারে প্রায় ১০ লক্ষ রিয়াল থেকে কমে ২২ লক্ষ রিয়ালেরও বেশি হয়েছে। ১২ মাসের গড় মূল্যবৃদ্ধির হার ৬৯.৯ শতাংশে পৌঁছেছে বলে সরকারি পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্য, পানীয় ও তামাকের দাম বৃদ্ধির হার তার প্রায় দ্বিগুণ। ইরানের তেল রফতানি দেশটির রাজস্বের প্রধান উৎসগুলির একটি। কিন্তু মার্কিন অবরোধের ফলে চলতি মাসে ইরানের অপরিশোধিত তেল লোডিং দৈনিক প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার ব্যারেলে নেমে এসেছে। এক বছর আগে এই পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭ লক্ষ ব্যারেলে। কেপলার-এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে টার্মিনাল থেকে অল্প পরিমাণ তেল ট্রাক, রেল অথবা ছোট জাহাজে করে সরানো হচ্ছে। তেহরানের দাবি, অবরোধের বাইরে ট্যাক্সারে এখনও কয়েক কোটি ব্যারেল তেল মজুত রয়েছে। কিন্তু নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলে মধ্যস্থতাকারীরা সরে যাচ্ছে অথবা বেশি অর্থ দাবি করছে। ফলে তেল বিক্রি করাও আগের তুলনায় কঠিন হয়ে পড়েছে। ইরানের অর্থনীতির ওপর চাপ আরও

বাড়িয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশের সীমাবদ্ধতা। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় এমন দেশগুলির বিরুদ্ধেও দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা সম্প্রসারিত করা হয়েছে, যারা ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করছে। এর ফলে তেল বিক্রি এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও পণ্য আমদানির জন্য ডলারভিত্তিক লেনদেন করা কঠিন হয়ে উঠছে। ইরানের পুরনো নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর নেটওয়ার্ক—ভুয়ো সংস্থা, অনির্বন্ধিত ট্যাক্সার এবং চোরাচালান—চালানোর খরচও বেড়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জানিয়েছেন, দেশের মোট বাণিজ্য ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ কমেছে। আমদানির ওপর তার প্রভাব রফতানির তুলনায় বেশি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীও ১৯ আগস্ট জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক বিনিময় ও আর্থিক লেনদেন বন্ধ রাখা হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব কর্মসংস্থানেও পড়েছে। বসন্তে সরকারি বেকারত্বের হার বেড়ে ৯.১ শতাংশ হয়েছে। এক বছরের তুলনায় কর্মরত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কমেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কর্মরত মানুষের গড় মাসিক বেতন প্রায় ১২৫ ডলার, যেখানে একটি পরিবারের মৌলিক মাসিক ব্যয়ের প্রয়োজন প্রায় ৪৫০ ডলার। জ্বালানি নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ তেল উৎপাদন থাকা সত্ত্বেও সীমিত শোধন ক্ষমতার কারণে ইরানকে পেট্রোল আমদানি করতে হয়। এক শীর্ষ ইরানি আধিকারিকের দাবি, দেশে আর মাত্র প্রায় দু’মাসের পেট্রোল মজুত রয়েছে। এদিকে অর্থনৈতিক চাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামরিক সংঘাতও ফের তীব্র হয়েছে। মঙ্গলবার ইরানের উপসাগরীয় উপকূলে মার্কিন বিমান হামলার পর ইরান ইরাক,

জর্ডন, কাতার, কুয়েত ও বাহরাইনে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালায়। বৃহস্পতিবার কুয়েতে আরও ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার চেষ্টা হয় বলে জানা গিয়েছে। কুয়েতের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করেছে। মার্কিন হামলায় ইরানে ১৮ জন নিহত হয়েছে বলে তেহরানের দাবি। এর মধ্যে সিরিক কাউন্টির কুহেস্তাক এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে হামলায় চারজন নিহত ও প্রায় ৭০ জন আহত হওয়ার কথা জানিয়েছে ইরান। পরে হাসপাতালে ২২ বছরের এক মহিলার মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা পাঁচে পৌঁছেছে বলে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা ওই অভিযোগ সম্পর্কে অবগত, তবে তাদের বক্তব্য—মার্কিন বাহিনী কখনও সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় না। সংঘাতের প্রভাব আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারেও পড়েছে। হরমুজ প্রণালির পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে বৃহস্পতিবার ব্রেক্ট অপরিশোধিত তেলের দাম টানা চতুর্থ দিন বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৯৬ ডলারের বেশি হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ শুরু করার সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে লক্ষ্য নিয়েছিলেন—ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করা, প্রতিবেশী দেশগুলিতে ইরানের হামলার সক্ষমতা থামানো এবং ইরানের নেতৃত্বের পতনের পরিস্থিতি তৈরি করা—তা এখনও অর্জিত হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক চাপ মারাত্মকভাবে বাড়লেও ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্ব এখনও ক্ষমতায় রয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে সংঘাত থেকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে আসার চেষ্টা করছে।

অর্থসত্যের

প্রথম পাতার বাকি অংশ

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রেও ত্রাসের প্রবণতা সামনে এসেছে। বিশেষ করে পণজনিত মৃত্যু এবং অপহরণের ঘটনায় উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের বক্তব্য, অপরাধের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেঞ্চ’ নীতি, সক্রিয় অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড এবং অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এই প্রবণতার পিছনে ভূমিকা রেখেছে। ফলে একই এনসিআরবি রিপোর্টের তথ্য যখন বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে, তখন শুধু একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা তুলে ধরে জাতীয় স্তরে নারী নিরাপত্তা বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে সরলীকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ নেই। উত্তরপ্রদেশ, তেলঙ্গানার মতো রাজ্যের ক্ষেত্রে মোট মামলার সংখ্যা নয়, জনসংখ্যার অনুপাতে অপরাধের হার, নির্দিষ্ট অপরাধের অবস্থান এবং চার্জশিটের হার—সবকটি সূচক একসঙ্গে বিবেচনা করলেই তুলনামূলক চিত্রটি স্পষ্ট হয়।

সড়কে বিনিয়োগ

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়ক-৩২৭-এর বাগডোগরা-পানিট্যাক্সি-খড়িবাড়ি-গলগালিয়া অংশ চার লেনে সম্প্রসারণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৩১.০২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ২,০৭৭.১৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়কার এক্স-এ এই প্রকল্পের কথা জানিয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় তিনটি বড় সেতু, একটি রোড ওভারব্রিজ, পাঁচটি এলিফ্যান্ট আভারপাস এবং রাস্তার দু’পাশে সার্ভিস রোড নির্মাণ করা হবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর নিরাপদ চলাচলও নিশ্চিত হবে। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডরের উপর দিয়ে যাওয়া এই সড়ক উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ আরও মজবুত করবে। একইসঙ্গে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থাও আরও সহজ হবে বলে কেন্দ্রের দাবি।

রক্ষা- ভিশন ২০৩৬ প্রকাশ

নয়াদিল্লি: আগামী ১০ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা কূটনীতির কৌশলগত রূপরেখা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে ‘রক্ষা’ নামে একটি নথি প্রকাশ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে নথিটি প্রকাশ করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তার লক্ষ্যকে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও পারস্পরিক উন্নয়নের পরিবেশ গড়ে তোলাই এই কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য। ‘রক্ষা’ নথিতে ভারতের প্রতিরক্ষা কূটনীতির চারটি প্রধান স্তরের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হল কৌশলগত অংশীদারত্ব—দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরও গভীর করা। বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি বিনিময়ের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরে ভারতকে একটি নির্ভরযোগ্য বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে রয়েছে সামুদ্রিক নিরাপত্তা। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ‘নেট সিকিউরিটি প্রোভাইডার’ এবং ‘ফার্স্ট রেসপন্ডার’ হিসেবে ভারতের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা কূটনীতিকে ভারতের বিদেশ নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করে নথিতে পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করার একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তবায়নযোগ্য দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। নথি প্রকাশের অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান ভূতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল দেশীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’-র আওতায় তৈরি প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্মকে উপস্থিত ছিলেন।

ক
মি
ক্স

শমিত



সুগারের আন্স...